দৈনিক খবর

CS7

তারিখ 22 SEP 1988
পৃষ্ঠা ৫ কলাম

বই-পত্র নয়, পিস্তল-কিরিচ

অপ্রতিম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একগাদা অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। ছাত্রদের ইমেজ এতে বেড়েছে কিনা, তাদেরই তা চিন্তা করে দেখা উচিত। কিছু স্বার্থপর লোক ছাড়া যাওয়ামি গুণ্ডামি কেউ পছন্দ করে না, এ না বোঝার মত কঠিত বিষয় নয়। অথচ দুঃখের ব্যাপার যে, কিছুদিন পর পরই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালাতে হয়। বিপুল পরিমাণ অস্তর উদ্ধারের কাহিনী পত্র-পত্রিকায় স্থান লাভ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে এতো অস্তর উদ্ধার করা না হলেও পরিস্থিতি কোন ক্ষেত্রেই এর চেয়ে উন্নত নয়। উদাহরণস্বরূপ, চাটগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে।

শহর থেকে দূরে পাহাড়ের পাদদেশে মনোরম পরিবেশে অবস্থিত চাটগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচিত্র কাহিনী স্থানীয় একটি পত্রিকায়- ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়েছে। এ ধারাবাহিক প্রতিবেদনের সব তথ্য বস্তুনিষ্ঠ এবং নির্ভুল তা নয়। কিছু ঘটনা সত্য, আবার কিছু ঘটনা হাল সময়ের নয়, দু-তিন বছরের পুরনো। সময়ের ধারায় এগুলো এখন অতীত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে প্রতিবেদনে পরিবেশ পরিষদ এবং ভিসির কার্যক্রম সম্পর্কে যে আভাস দেয়া হয়েছে তাও বস্তুনিষ্ঠ নয়। চাটগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসী কাজ-কর্মের জন্য প্রকৃতপক্ষে কে দায়ী পরিষদ তা চিহ্নিত করেনি। এর টার্মস এণ্ড রেফারেন্সে সে ক্ষমতাই ছিল না। অন্যদিকে বর্তমান ভিসির কাজকর্ম কিছুতেই প্রগতিশীল নয়। শিবিরের জিম্মি অবস্থা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্ত চিন্তার অঙ্গন করে তোলার জন্য আসলে তিনি কিছুই করেননি। যা করেছেন বা করে যাচ্ছেন, তথ্য অভিজ্ঞ মহলের মতে, উহার পরিণতি গোদের উপর বিষফোঁড়ার শামিল হতে পারে।

এতদিন চাটগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল সমস্যা ছিল সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস সৃষ্টি। একটি বিশেষ ছাত্র সংগঠন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিকে রীতিমতো দুর্গে পরিণত করে। ভিন্ন মতাবলম্বী ছাত্র সমাজের টু শব্দ করার উপায় ছিল না। কোন ছাত্র একটু আধটু প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলেই তাকে ধরে বিশেষ নির্যাতন কক্ষে নিয়ে যাওয়া হতো। এতপর চালানো হতো অকথ্য নির্যাতন। গত তিন-চার বছরে এই বিশেষ ছাত্র সংগঠনটির আক্রমণে কত ছাত্র যে আহত-প্রহৃত, পঙ্গু, এমনকি নিহত হয়েছে এর ইয়ত্তা নেই। ছাত্রীদের জীবনও নিরাপদ ছিল না। একটু আধুনিক পোশাক পরিচ্ছদ পরে গেলেই নানারকম টিটকারি ও গঞ্জনা সহ্য করতে হতো। 'মওলানা' সাঈদী চাটগাঁ সফর করার পর পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। সাঈদী বিশ্ববিদ্যালয়কে বেশ্যা-বিদ্যালয় বলে অভিহিত করে বক্তৃতা করেন। জনাব সাঈদীর উস্কানিমূলক বক্তব্য বিশেষ ছাত্র সংগঠনটিকে সন্ত্রাসী কাজ-কর্মে আরও উৎসাহিত করে। বস্তুতঃ গত তিন-চার বছর ধরেই চাটগাঁ বিশ্ববিদ্যালয় একটি ভীতিপ্রদ অঞ্চল। মান-সম্মানের ভয়ে বহু নামী-দামী অধ্যাপক চাটগাঁ বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে আসতে বাধ্য হন। এরমধ্যে অধ্যাপক ডক্টর আনিসুজ্জামান অন্যতম। বর্তমান ভিসি অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের সাথে যে ব্যবহার করে তা ভাবতেও অবাক লাগে। এখানে উল্লেখ করা অ-প্রাসঙ্গিক হবে না যে, অনুচিত ব্যবহারের জন্য বর্তমান ভিসিকে ইতিপূর্বে সিণ্ডিকেটের সভায় একাধিকবার সেন্সর করা হয়। তার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর চাটগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে আর এক সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এ হচ্ছে, আঞ্চলিকতার সমস্যা। সোজা ভাষায় বলা যায়, চাটগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন সমস্যা দু'টি। সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস ও আঞ্চলিকতা। ইতিমধ্যেই আঞ্চলিকতার টানে বেশ ক'জনকে প্রমোশন দেয়া হয়েছে। আর এ ঘটনার উপর প্রলেপ দেয়ার জন্য দেয়া হয়েছে নোয়াখালী-লাকশাম এলাকার দু'একজনকে। ঠিকুজি নিলে দেখা যাবে চিন্তা-চেতনার দিক থেকে সকলেই এক। কোন বেশ-কম নেই। পক্ষান্তরে, বিশেষ একটি ছাত্র সংগঠনকে রক্ষা করার জন্য গ্রহণ করা হচ্ছে নানা ব্যবস্থা।

ছাত্র ঐক্য পরিষদ এর মধ্যে একটি। এই ঐক্য পরিষদের মধ্যে এমন সব ছাত্র সংগঠন আছে যার অস্তিত্ব চাটগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে নেই। আসলে এরা একই গোয়ালের বাসিন্দা। সিণ্ডিকেটসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিনিধি গ্রহণ করে বিশেষ সংগঠনটির স্বার্থ রক্ষাই এর উদ্দেশ্য। কার্যতঃ চাটগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে কতটা শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে একটি ঘটনা থেকেই তা আচ করা যায়। প্রকাশ, কিছুদিন আগে পরীক্ষা শুরু হলে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী দলটি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কিছু ছাত্রকে পরীক্ষা দিতে বাধার সৃষ্টি করে। ভিসি তখন এক বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। উক্ত ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রবেশ পথের পাশে একটি ক্লাবে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। বিশেষ ছাত্র সংগঠনটিকে নাকি বুঝানো হয় যে, এতে তোমাদের লাভ হবে। তোমরা যে বাধা দিচ্ছ না তা হবে প্রমাণিত। কিন্তু স্থানটি নির্ধারিত পরীক্ষা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ফলে বিরোধ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত নানা টানা-হেচড়ার পর ঐ স্থানে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু একি যথার্থ? প্রথম কথা হল, যা পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবে ঘোষিত নয়, সেখানে পরীক্ষা নেওয়ার অর্থ প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দেয়া। তাহলে পরীক্ষা হলের দরকার হয় না। যে কোথাও পরীক্ষা হতে পারে। দ্বিতীয়, এই ব্যবস্থা সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের কাছে আত্মসমর্পণের নামান্তর। এতে বুঝা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হাতে নয়, বিশেষ একটি ছাত্র সংগঠনের হাতে। তৃতীয়, কোন অবস্থাতেই এই ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পরিবেশ প্রমাণ করে না। চাটগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে বিশেষভাবে জড়িত একটি মহল হতে জানা যায়, এ ব্যবস্থাও নাকি সম্ভব নয় বেআইনীভাবে বাংলাদেশে অবস্থানকারী জামাত নেতা গোলাম আজমের গোপন সফরের পর। এর আগেও নাকি তিনি আরেকবার সফর করেন। সত্য-মিথ্যা জানি না। তবে এ ধরনের বহু কথাই শোনা যায়। চাটগাঁ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আরও যা শোনা যায় তাহলো কৌশল করে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ এবং হলসমূহের নির্বাচন ঠেকিয়ে রাখা। নির্বাচন বন্ধ করার জন্যই নাকি বিশেষ মহল উস্কানি সৃষ্টি করে বিক্ষোভ এবং ধর্মঘটের ব্যবস্থা করেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ চেষ্টা করেও এর প্রতিকার করতে পারেনি। উল্টো তাদের মধ্যেই ভাঙনের আয়োজন করা হয়েছে। ফলে দুর্বল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ হয়েছে আরও দুর্বলতর।

ঢাকার মত চাটগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের কোলে অবস্থিত হলেও এর অভ্যন্তরীণ পরিবেশ সুন্দর নয়! দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছাড়াও প্রশাসন কলুষিত। দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি, দলাদলি এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে। এর উপর আবার সৃষ্টি করা হচ্ছে আঞ্চলিকতার বিষ-বাষ্প। চাটগাঁয় অবস্থিত বলেই এর ভিসি এবং প্রধান প্রধান পদ চাটগাঁবাসীদের হতে হবে এমন কোন কথা নেই। তাহলে বিদ্যালয়ের আগে বিশ্ব শব্দটি যোগ করে বিশ্ববিদ্যালয় বলার সার্থকতা থাকে না। বলা নিরর্থক যে, চাটগাঁ বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও সরকারী কলেজ এবং পলিটেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট সন্ত্রাসমূলক কাজ-কর্মের আড্ডা। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বহু অস্ত্র আছে বলে অনেকের ধারণা। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসব বাঞ্ছিত নয়।

শিক্ষা একটি জাতির কি অমূল্য সম্পদ বলার প্রয়োজন করে না। কোন কোন মনীষীর ভাষায়, মানুষকে শিক্ষা দাও। শতকরা ৮০ ভাগ সমস্যা নিজে থেকেই দূর হবে। অপ্রিয় হলেও সত্য যে, দেশের সেই শিক্ষার পরিবেশ কলুষিত। তাই ৮৪'র পরীক্ষা '৮৮তে হয় না। বেধড়ক নকলবাজি চলে। বই-পত্রের স্থলে ছাত্রদের হাতে শোভা পায় পিস্তল, বন্দুক, কিরিচ, রামদা, চাইনিজ কুড়াল প্রভৃতি। এরফল হচ্ছে, ভয়াবহ। ২০০০ সাল নাগাদ হয়তো দেখা যাবে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে বিরাট শূন্যতা, তাই এর প্রতিকারের জন্য উপযুক্ত তদন্ত ও ওষুধ প্রয়োগ করা প্রয়োজন। জাতির প্রতি দায়িত্বশীল বিভিন্ন মহলেরও উচিত এর সহযোগিতা করা।